পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়

প্রদ্যুম্নের ইতিকথা

শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররূপে প্রদ্যুম্ন জন্ম গ্রহণের পরে অসুর শম্বর দ্বারা কিভাবে অপহৃত হয়েছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আরও বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে প্রদ্যুম্ন শম্বরকে বধ করে এক পত্নীসহ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

ভগবান বাসুদেবের অংশপ্রকাশ কামদেব শিবের ক্রোধানলে ভস্মীভূত হয়েছিলেন এবং পুনরায় রুক্মিণীর গর্ভ হতে প্রদ্যুম্নের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শম্বর নামে এক অসুর প্রদ্যুম্নকে তার শত্রু মনে করে, তাঁর দশ দিন বয়সের আগেই, সূতিকাগার থেকে তাঁকে অপহরণ করে। শম্বর প্রদ্যুম্নকে সমুদ্রে ফেলে দেয় এবং তার রাজ্যে ফিরে যায়। তখন এক বিশাল মাছ প্রদ্যুম্নকে গিলে ফেলে এবং ধীবরদের জালে সেটি ধরা পড়ে। ধীবরেরা সেই বিশাল মাছটি শম্বরকে উপহার দিল এবং যখন তার পাচকেরা মাছটি কাটে, তখন তার পেটের মধ্যে তারা একটি শিশুকে পেল। পাচকেরা সেই শিশুটিকে পরিচারিকা মায়াবতীকে দিল, সে শিশুটিকে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হল। সেই সময়ে নারদমুনি সেখানে আবির্ভূত হলেন এবং সেই শিশুটির পরিচয় তাকে বললেন। প্রকৃতপক্ষে, মায়াবতী ছিলেন কামদেবের পত্নী, রতিদেবী। তিনি শম্বরের গৃহে পাচিকারূপে নিযুক্তা হয়ে তাঁর পতির এক নতুন দেহে পুনর্জন্মের প্রতীক্ষা করছিলেন। এখন তিনি সেই শিশুটির পরিচয় জানতে পেরে, তাঁর প্রতি গভীর স্নেহ অনুভব করতে শুরু করলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর সৌন্দর্যে সকল নারীদের বিমোহিত করে প্রদ্যুম্ন পরিণত যুবকে পরিণত হলেন।

একবার, রতিদেবী প্রদ্যুম্নের কাছে গিয়ে ক্রীড়াচ্ছলে দাম্পত্যভাবে তাঁর ভ্রূভঙ্গি করলেন। তাঁকে মাতৃরূপে সম্বোধন করে, প্রদ্যুম্ন মন্তব্য করলেন যে, তিনি তাঁর যথার্থ মাতৃভাব ত্যাগ করে আবেগপ্রবণ সখীর মতো আচরণ করছেন। রতি তখন প্রদ্যুম্নকে ব্যক্ত করলেন তাঁরা উভয়ে কে ছিলেন। তিনি শম্বরকে হত্যা করার জন্য তাঁকে পরামর্শ দিলেন এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য তিনি তাঁকে মহামায়া নামে এক গুপ্ত মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন। প্রদ্যুম্ন শম্বরের কাছে গেলেন এবং নানাভাবে অসম্মানে তাকে ক্রুদ্ধ করার পর তাকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন, শম্বর ক্রুদ্ধভাবে তার গদা গ্রহণ করে বেরিয়ে এল। সেই অসুর, প্রদ্যুম্নের বিরুদ্ধে নানাবিধ ইন্দ্রজাল প্রয়োগের চেষ্টা করল, কিন্তু প্রদ্যুম্ন মহামায়া মন্ত্র দ্বারা তা সবই প্রতিহত করলেন এবং তারপর তাঁর অসি দ্বারা শম্বরের শিরচ্ছেদ করলেন। সেই সময় রতিদেবী আকাশে আবির্ভূত হলেন এবং প্রদ্যুম্নকে দ্বারকায় নিয়ে গেলেন।

প্রদ্যুম্ন যখন তাঁর পত্নীকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদের অন্দর মহলে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর অবয়ব এবং বেশভূষা ভগবানের সঙ্গে এতটাই সাদৃশ্যমণ্ডিত ছিল যে, সেখানে বহু সুন্দরী রমণীরা ভেবেছিল যে, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। লজ্জাবশত নিজেদের লুকোবার জন্য রমণীরা এদিকে সেদিকে ছুটে পালাল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তারা যখন প্রদ্যুম্ন ও শ্রীকৃষ্ণের শরীরের মধ্যে সামান্য কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করল এবং একবার যখন তারা বুঝতে পারল যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ নন, তখন তারা তাঁকে ঘিরে ধরল।

রুক্মিণীদেবী যখন প্রদ্যুম্নকে দেখলেন, তিনি মাতৃস্নেহের অনুভবে অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং তাঁর দুই স্তন থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দুগ্ধ ক্ষরণ হতে থাকল। প্রদ্যুম্নকে দেখতে ঠিক কৃষ্ণের মতো লক্ষ্য করে, তিনি জানতে আগ্রহী হলেন যে, সে কে। কিভাবে তাঁর এক পুত্র সূতিকাগার থেকে অপহৃত হয়েছিল, তিনি তা স্মরণ করলেন। "যদি সে বেঁচে থাকত", তিনি ভাবলেন, "তা হলে আমার সামনে আজ এই প্রদ্যুম্নের মতোই সমবয়স্ক হত সে।" রুক্মিণী যখন এইভাবে ভাবছিলেন, তখন দেবকী ও বসুদেবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হলেন। ভগবান যদিও পরিস্থিতিটি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, কিন্তু তিনি নীরব থাকলেন। তখন নারদমুনি আগমন করলেন এবং সবকিছু ব্যাখ্যা করলেন। সকলেই সেই বৃত্তান্ত শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন এবং পরম আনন্দে প্রদ্যুম্নকে আলিঙ্গন করলেন।

যেহেতু প্রদ্যুম্নের সৌন্দর্য এত ঘনিষ্ঠভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত ছিল, তাই প্রদ্যুম্নের সঙ্গে মাতৃ সম্পর্কযুক্ত রমণীরাও তাঁকে তাঁদের প্রণয়ী ছাড়া অন্য কেউ বলে ভাবতেই পারেননি। তা হলেও তিনি ছিলেন অবিকল শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবিম্ব এবং তাই তাঁদের পক্ষে তাঁকে এইভাবে দর্শন করা খুবই স্বাভাবিক ছিল।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

কামস্তু বাসুদেবাংশো দগ্ধঃ প্রাগ্ রুদ্রমন্যুনা ।
দেহোপপত্তয়ে ভূয়স্তমেব প্রত্যপদ্যত ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **কামঃ**—কামদেব; **তু**—এবং; **বাসুদেব**—ভগবান বাসুদেবের; **অংশঃ**—অংশ প্রকাশ; **দগ্ধঃ**—দগ্ধ হয়েছিলেন; **প্রাক্**—পুরাকালে; **রুদ্র**—শিবের; **মন্যুনা**—ক্রোধ দ্বারা; **দেহ**—দেহ; **উপপত্তয়ে**—লাভ করার জন্য; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **তম্**—তাঁর, শ্রীবাসুদেবের কাছে; **এব**—বস্তুত; **প্রত্যপদ্যত**—ফিরে এসেছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—বাসুদেবের এক অংশপ্রকাশ কামদেব পুরাকালে রুদ্রের ক্রোধে ভস্মীভূত হয়েছিলেন। এখন, একটি নতুন দেহ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য, তিনি পুনরায় ভগবান বাসুদেবের দেহের অংশরূপে ফিরে এলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর পুত্র প্রদ্যুম্নই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য চতুর্ব্যূহ অংশপ্রকাশের একজন, সেই একই প্রদ্যুম্ন, তা প্রমাণ করার জন্য শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *কৃষ্ণ-সন্দর্ভ* গ্রন্থে (অনুচ্ছেদ ৮৭) *গোপাল-তাপনি উপনিষদ* (২/৪০) থেকে নিম্নোক্ত শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন—

যত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণস্ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ ।
রামানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নৈ রুক্মিণ্যা সহিতো বিভুঃ ॥

"সেখানে (দ্বারকায়) সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর পূর্ণ শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে তাঁর তিন অংশপ্রকাশ—বলরাম, অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্নের সঙ্গে বাস করছেন"। কৃষ্ণ *সন্দর্ভে শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্তমান শ্লোকটির উল্লেখ করে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "কামদেব, যাকে রুদ্র তাঁর ক্রোধ দ্বারা ভস্মীভূত করেছিলেন, তিনি ইন্দ্রের অধীনস্থ এক দেবতা। এই দেবতা কামদেবই বাসুদেবের স্বাংশপ্রকাশ কামদেবের আদিরূপ, প্রদ্যুম্নের অংশপ্রকাশ। দেবতা কামদেব, নিজে থেকে একটি নতুন দেহ লাভে অসমর্থ হয়ে প্রদ্যুম্নের দেহ মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। অন্যথায়, কামদেবকে রুদ্রের ক্রোধে ভস্ম হওয়ার ফলে নিত্য অশরীরী অবস্থায় অবস্থান করতে হত।"

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, তাঁর *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১/১৪/৩০ তাৎপর্য) অনুবাদে শ্রীকৃষ্ণের প্রথম সন্তান প্রদ্যুম্নের পরমেশ্বরত্বের মর্যাদা প্রতিপন্ন করেছেন—"প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধও পরমেশ্বর ভগবানের অংশপ্রকাশ এবং তাই তাঁরাও বিষ্ণুতত্ত্ব। দ্বারকায় ভগবান শ্রীবাসুদেব তাঁর অংশপ্রকাশ সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধসহ তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাস করেন, এবং তাই তাঁদের প্রত্যেককেই পরমেশ্বর ভগবান বলে সম্বোধন করা যায়...।"

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববতীকে বিবাহ করার পূর্বে এবং ভগবানের অন্যান্য বিবাহ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই প্রদ্যুম্ন রুক্মিণীর গর্ভ হতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে, প্রদ্যুম্ন শম্বরের প্রাসাদ থেকে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য পত্নীগণের সঙ্গে তাঁর লীলাসমূহ বর্ণনা করার আগেই শুকদেব গোস্বামী প্রদ্যুম্নের সমগ্র কাহিনী, ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে বর্ণনা করছেন।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী আরও লক্ষ্য করেছেন যে, প্রদ্যুম্নের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে কামদেব এখন বাসুদেবের একটি অংশ, কারণ তিনি অপরিহার্য অংশ *চিত্ত*, চেতনা হতে উদ্ভূত হয়েছেন, যার অধীশ্বর বাসুদেব এবং আরও যেহেতু কামদেব জাগতিক প্রজন্ম সৃষ্টির কারণস্বরূপ। *ভগবদ্গীতায়* (১০/২৮) যেমন শ্রীভগবান উল্লেখ করছেন, *প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ*—"প্রজননকারীদের মধ্যে আমি কন্দর্প (কাম)।"

শ্লোক ২

স এব জাতো বৈদর্ভ্যাং কৃষ্ণবীর্যসমুদ্ভবঃ ।
প্রদ্যুম্ন ইতি বিখ্যাতঃ সর্বতোঽনবমঃ পিতুঃ ॥ ২ ॥

সঃ—তিনি; **এব**—বস্তুত; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করে; **বৈদর্ভ্যাম্**—বিদর্ভ রাজার কন্যার; **কৃষ্ণ-বীর্যে**—শ্রীকৃষ্ণের বীর্য হতে; **সমুদ্ভবঃ**—উৎপন্ন হয়েছেন; **প্রদ্যুম্নঃ**—প্রদ্যুম্ন; **ইতি**—তাই; **বিখ্যাতঃ**—পরিচিত; **সর্বতঃ**—সকল বিষয়ে; **অনবমঃ**—অন্যূন; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার থেকে।

অনুবাদ

তিনি শ্রীকৃষ্ণের বীর্য হতে বৈদর্ভীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রদ্যুম্ন নাম লাভ করেন। কোন বিষয়েই তিনি তাঁর পিতার তুলনায় ন্যূন ছিলেন না।

শ্লোক ৩

তং শম্বরঃ কামরূপী হৃত্বা তোকমনির্দশম্ ।
স বিদিত্বাত্মনঃ শত্রুং প্রাস্যোদন্বত্যগাদ্ গৃহম্ ॥ ৩ ॥

তম্—তাঁকে; **শম্বরঃ**—অসুর শম্বর; **কাম**—তার ইচ্ছানুযায়ী; **রূপী**—রূপ ধারণকারী; **হৃত্বা**—হরণ করে; **তোকম্**—শিশু; **অনিঃ-দশম্**—এখনও দশ দিন বয়স হয়নি; **সঃ**—সে (শম্বর); **বিদিত্বা**—জানতে পেরে; **আত্মনঃ**—তার নিজের; **শত্রুম্**—শত্রু; **প্রাস্য**—নিক্ষেপ করল; **উদন্বতি**—সমুদ্রে; **অগাৎ**—গমন করল; **গৃহম্**—তার গৃহে।

অনুবাদ

অসুর শম্বর, যে নিজের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন রূপ ধারণ করতে পারত, শিশুটিকে তার দশ দিন বয়স হওয়ার আগেই অপহরণ করেছিল। প্রদ্যুম্নকে তার শত্রুরূপে বিবেচনা করে, শম্বর তাঁকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করল এবং তারপর গৃহে প্রত্যাবর্তন করল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, *বিষ্ণুপুরাণ* অনুযায়ী প্রদ্যুম্ন, তার জন্মের ষষ্ঠ দিনে অপহৃত হয়েছিল।

শ্লোক ৪

তং নির্জগার বলবান্মীনঃ সোঽপ্যপরৈঃ সহ ।
বৃতো জালেন মহতা গৃহীতো মৎস্যজীবিভিঃ ॥ ৪ ॥

তম্—তাঁকে; **নির্জগার**—গলাধঃকরণ করল; **বলবান্**—বলশালী; **মীনঃ**—একটি মৎস্য; **সঃ**—সে (মৎস্য); **অপি**—এবং; **অপরৈঃ**—অন্যান্যদের; **সহ**—সঙ্গে; **বৃতঃ**—আবৃত হয়ে; **জালেন**—জাল দ্বারা; **মহতা**—বিশাল; **গৃহীতঃ**—ধৃত হল; **মৎস্য-জীবিভিঃ**—ধীবরদের দ্বারা (যারা মৎস্য হতে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে)।

অনুবাদ

এক বলশালী মৎস্য প্রদ্যুম্নকে গলাধঃকরণ করল এবং মৎস্যটি অন্যান্য মৎস্যের সঙ্গে এক বিশাল জালে ধীবরদের দ্বারা আবদ্ধ হল।

শ্লোক ৫

তং শম্বরায় কৈবর্তা উপাজহ্রুরুপায়নম্ ।
সূদা মহানসং নীত্বাবদ্যন্ সুধিতিনাদ্ভুতম্ ॥ ৫ ॥

তম্—তাকে (মাছটিকে); **শম্বরায়**—শম্বরকে; **কৈবর্তাঃ**—মৎস্যজীবীরা; **উপাজহ্রুঃ**—প্রদান করলে; **উপায়নম্**—উপহার; **সূদাঃ**—পাচকগণ; **মহানসম্**—রান্নাঘরে; **নীত্বা**—আনয়ন করে; **অবদ্যন্**—ছেদন করল; **সুধিতিনা**—কসাইয়ের ছুরি দিয়ে; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত।

অনুবাদ

তারপর ধীবরগণ শম্বরকে ঐ মৎস্য উপহার প্রদান করলে তার পাচকগণ ঐ অদ্ভুত মৎস্যকে পাকগৃহে আনয়ন করে অস্ত্রদ্বারা ছেদন করেছিল।

শ্লোক ৬

দৃষ্ট্বা তদুদরে বালং মায়াবত্যৈ ন্যবেদয়ন্ ।
নারদোঽকথয়ৎ সর্বং তস্যাঃ শঙ্কিতচেতসঃ ।
বালস্য তত্ত্বমুৎপত্তিং মৎস্যোদরনিবেশনম্ ॥ ৬ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **তৎ**—তার মধ্যে; **উদরে**—পেটের; **বালম্**—একটি শিশু; **মায়াবত্যৈ**—মায়াবতীকে; **ন্যবেদয়ন্**—তারা প্রদান করল; **নারদঃ**—নারদমুনি; **অকথয়ৎ**—বর্ণনা করলেন; **সর্বম্**—সবকিছু; **তস্যাঃ**—তাকে; **শঙ্কিত**—শঙ্কিত; **চেতসঃ**—চিত্তা; **বালস্য**—শিশুর; **তত্ত্বম্**—বৃত্তান্ত; **উৎপত্তিম্**—জন্ম; **মৎস্য**—মাছের; **উদর**—উদরে; **নিবেশনম্**—প্রবেশ।

অনুবাদ

একটি শিশুপুত্রকে মাছের উদরের মধ্যে দেখে, পাচকেরা শিশুটিকে বিস্মিতা মায়াবতীকে প্রদান করেছিল। তখন নারদ মুনি সেখানে আবির্ভূত হলেন এবং তার কাছে শিশুটির জন্ম ও মাছের উদরে তাঁর প্রবেশ সম্বন্ধে সমস্ত কিছু বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ৭-৮

সা চ কামস্য বৈ পত্নী রতির্নাম যশস্বিনী ।
পত্যুর্নির্দগ্ধদেহস্য দেহোৎপত্তিং প্রতীক্ষতী ॥ ৭ ॥
নিরূপিতা শম্বরেণ সা সূদৌদনসাধনে ।
কামদেবং শিশুং বুদ্ধা চক্রে স্নেহং তদার্ভকে ॥ ৮ ॥

সা—সে; চ—এবং; কামস্য—কামদেবের; বৈ—প্রকৃতপক্ষে; পত্নী—পত্নী; রতিঃ নাম—রতি নামক; যশস্বিনী—বিখ্যাত; পত্যুঃ—তার পতির; নির্দগ্ধ—ভস্মীভূত; দেহস্য—যার দেহ; দেহ—একটি দেহের; উৎপত্তিম্—উৎপত্তি; প্রতীক্ষতী—প্রতীক্ষা করছিলেন; নিরূপিতা—নিযুক্তা হয়েছিলেন; শম্বরেণ—শম্বর দ্বারা; সা—সে; সূদ-ওদন—অন্নব্যঞ্জন; সাধনে—প্রস্তুত করার জন্য; কামদেবম্—কামদেবরূপে; শিশুম্—শিশুকে; বুদ্ধা—বুঝতে পেরে; চক্রে—তিনি প্রকাশ করলেন; স্নেহম্—স্নেহ; তদা—তখন; অর্ভকে—শিশুর জন্য।

অনুবাদ

প্রকৃতপক্ষে মায়াবতী ছিলেন কামদেবের বিখ্যাত স্ত্রী, রতি। তাঁর স্বামীর পূর্বদেহ ভস্মীভূত হলে—তিনি যখন তাঁর নতুন দেহ লাভের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন—তিনি শম্বর কর্তৃক অন্ন ও ব্যঞ্জন প্রস্তুতের জন্য নিযুক্তা হলেন। মায়াবতী বুঝতে পারলেন যে, এই শিশুটি প্রকৃতপক্ষে কামদেব ছিলেন এবং তাই তাঁর প্রতি তিনি স্নেহ মমতা অনুভব করতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

এই কাহিনীটি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এইভাবে বর্ণনা করছেন—কামদেবের দেহ যখন ভস্মীভূত হয়েছিল, কামদেবের জন্য আরেকটি দেহ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য রতি শিবের আরাধনা করেছিলেন। শম্বরও একটি বর লাভ করার জন্য শিবের কাছে আগমন করলে, শ্রীভগবান প্রথমে তা বুঝতে পেরে তাঁকে বললেন, "তুমি এখন তোমার বর প্রার্থনা করতে পার।" শম্বর রতিকে দর্শন করে কাম দ্বারা বিদ্ধ হয়ে উত্তর প্রদান করল যে, তার বর রূপে সে রতিকে চায়, এবং শিব তার ইচ্ছাপূরণে সম্মত হলেন। ভগবান শিব তখন কান্নায় কণ্ঠরোধ হওয়া রতিকে এই

বলে সান্ত্বনা প্রদান করলেন, "তার সঙ্গে যাও এবং তার গৃহেই তুমি যা আকাঙ্ক্ষা করছ তা লাভ করবে।" তখন রতি তাঁর বিমোহন শক্তি দ্বারা শম্বরকে বিভ্রান্ত করলেন এবং মায়াবতী নাম গ্রহণ করে তাঁর গৃহে অস্পৃষ্টভাবে অবস্থান করলেন।

শ্লোক ৯

নাতিদীর্ঘেণ কালেন স কার্ষ্ণি রূঢ়যৌবনঃ ।
জনয়ামাস নারীণাং বীক্ষন্তীনাং চ বিভ্রমম্ ॥ ৯ ॥

ন—না; **অতি-দীর্ঘেণ**—অতি দীর্ঘ; **কালেন**—সময় পরে; **সঃ**—তিনি; **কার্ষ্ণিঃ**—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র; **রূঢ়**—প্রাপ্ত হলেন; **যৌবনঃ**—যৌবন; **জনয়াম্ আস**—উৎপন্ন করলেন; **নারীণাম্**—নারীগণের; **বীক্ষণতীনাম্**—তাঁকে অবলোকনকারী; **চ**—এবং; **বিভ্রমম্**—বিভ্রম।

অনুবাদ

স্বল্পকাল পরে, শ্রীকৃষ্ণের এই পুত্র—প্রদ্যুম্ন—তাঁর যৌবন প্রাপ্ত হলেন। তাঁকে লক্ষ্য করেছিল যে সকল রমণী, তাদের তিনি মোহিত করলেন।

শ্লোক ১০

সা তং পতিং পদ্মদলায়তেক্ষণং
প্রলম্ববাহুং নরলোকসুন্দরম্ ।
সব্রীড়হাসোত্তভিতভ্রুবেক্ষতী
প্রীত্যোপতস্থে রতিরঙ্গ সৌরতৈঃ ॥ ১০ ॥

সা—তিনি; **তম্**—তাঁকে; **পতিম্**—তাঁর পতি; **পদ্ম**—একটি পদ্মফুলের; **দল-আয়ত**—পাপড়ির মতো আয়ত; **ঈক্ষণম্**—যাঁর চোখ; **প্রলম্ব**—বর্ধিত; **বাহুম্**—যাঁর বাহু দুটি; **নরলোক**—মানব সমাজের; **সুন্দরম্**—পরম সৌন্দর্যের বিষয়; **স-ব্রীড়**—সলজ্জ; **হাস**—হাস্য সহকারে; **উত্তভিত**—উৎক্ষিপ্ত; **ভ্রুবা**—এবং ভ্রূ'র সঙ্গে; **ঈক্ষতী**—দৃষ্টিপাত করে; **প্রীত্যা**—প্রীতিভাবে; **উপতস্থে**—কাছে এলেন; **রতিঃ**—রতি; **অঙ্গ**—প্রিয় (রাজা পরীক্ষিৎ); **সৌরতৈঃ**—দাম্পত্য আকর্ষণের ইঙ্গিত সহকারে।

অনুবাদ

হে প্রিয় রাজন, সলজ্জ হাস্য ও উৎক্ষিপ্ত ভ্রূ সহযোগে মায়াবতী দাম্পত্য আকর্ষণের বিভিন্ন ইশারা করলেন যেন তিনি প্রীতিপূর্ণভাবে তাঁর পতির সমীপবর্তী হয়েছেন, যাঁর নয়ন দুটি পদ্মফুলের পাপড়ির মতো আয়ত, যাঁর বাহুদুখানি আজানুলম্বিত এবং পুরুষদের মধ্যে যিনি পরম সুন্দর।

তাৎপর্য

তাঁদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই মায়াবতী প্রদ্যুম্নের জন্য তাঁর দাম্পত্য আকর্ষণ প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ১১

তামাহ ভগবান্ কার্ষ্ণির্মাতস্তে মতিরন্যথা ।
মাতৃভাবমতিক্রম্য বর্তসে কামিনী যথা ॥ ১১ ॥

তাম্—তাঁকে; আহ—বললেন; ভগবান্—ভগবান; কার্ষ্ণিঃ—প্রদ্যুম্ন; মাতঃ—হে মাতা; তে—আপনার; মতিঃ—মনোভাব; অন্যথা—অন্যপ্রকার; মাতৃ-ভাবম্—ভাব বা একজন মায়ের স্নেহ; অতিক্রম্য—উলঙ্ঘন করে; বর্তসে—আপনি আচরণ করছেন; কামিনী—একজন সখী; যথা—যেমন।

অনুবাদ

ভগবান প্রদ্যুম্ন তাঁকে বললেন "হে মাতা, আপনার মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছে। আপনি একজন মায়ের যথার্থ অনুভূতিগুলি উলঙ্ঘন করছেন এবং একজন প্রেমিকার মতো আচরণ করছেন।"

শ্লোক ১২

রতিরুবাচ

ভবান্ নারায়ণসুতঃ শম্বরেণ হৃতো গৃহাৎ ।
অহং তেঽধিকৃতা পত্নী রতিঃ কামো ভবান্ প্রভো ॥ ১২ ॥

রতিঃ উবাচ—রতি বললেন; ভবান্—আপনি; নারায়ণসুতঃ—ভগবান নারায়ণের পুত্র; শম্বরেণ—শম্বর দ্বারা; হৃতঃ—অপহৃত; গৃহাৎ—আপনার গৃহ হতে; অহম্—আমি; তে—আপনার; অধিকৃতা—বৈধ; পত্নী—পত্নী; রতিঃ—রতি; কামঃ—কামদেব; ভবান্—আপনি; প্রভো—হে স্বামী।

অনুবাদ

রতি বললেন—আপনি ভগবান নারায়ণের পুত্র এবং আপনার পিতৃগৃহ হতে শম্বর দ্বারা অপহৃত হয়েছিলেন। আমি, রতি, আপনার বৈধ পত্নী, হে স্বামী, কারণ আপনি কামদেব।

শ্লোক ১৩

এষ ত্বানির্দশং সিন্ধাবক্ষিপচ্ছম্বরোঽসুরঃ ।
মৎস্যোঽগ্রসীৎ তদুদরাদিতঃ প্রাপ্তো ভবান্ প্রভো ॥ ১৩ ॥

এষঃ—সে; **ত্বা**—আপনাকে; **অনিঃদশম্**—দশ দিন বয়স না হতেই; **সিন্ধৌ**—সাগরে; **অক্ষিপৎ**—নিক্ষেপ করেছিল; **শম্বরঃ**—শম্বর; **অসুরঃ**—অসুর; **মৎস্যঃ**—একটি মৎস্য; **অগ্রসীৎ**—গ্রাস করলে; **তৎ**—তার; **উদরাৎ**—উদর থেকে; **ইতঃ**—এখানে; **প্রাপ্তঃ**—প্রাপ্ত হয়েছি; **ভবান্**—আপনাকে; **প্রভো**—হে স্বামী।

অনুবাদ

সেই অসুর, শম্বর, আপনার দশদিন বয়স না হতেই আপনাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিল এবং একটি মৎস্য আপনাকে গলাধঃকরণ করেছিল। তারপর হে স্বামী, এই স্থানে আমরা মৎস্যের উদর থেকে আপনাকে পুনরায় পেয়েছি।

শ্লোক ১৪

তমিমং জহি দুর্ধর্ষং দুর্জয়ং শত্রুমাত্মনঃ ।
মায়াশতবিদং ত্বং চ মায়াভির্মোহনাদিভিঃ ॥ ১৪ ॥

তম্ ইমম্—তাকে; **জহি**—বধ করুন; **দুর্ধর্ষম্**—দুর্ধর্ষ; **দুর্জয়ম্**—দুর্জয়; **শত্রুম্**—শত্রু; **আত্মনঃ**—আপনার নিজের; **মায়া**—মায়া; **শত**—শত শত; **বিদম্**—জ্ঞাত; **তম্**—তাকে; **চ**—এবং; **মায়াভিঃ**—মায়া দ্বারা; **মোহন-আদিভিঃ**—মোহন ইত্যাদির।

অনুবাদ

আপনার শত্রু এই ভয়ঙ্কর শম্বরকে এখন হত্যা করুন। যদিও সে শত শত মায়া চাতুরী জানে, তবুও মোহন মায়া ও অন্যান্য কৌশল দ্বারা আপনি তাকে পরাজিত করতে পারবেন।

শ্লোক ১৫

পরিশোচতি তে মাতা কুররীব গতপ্রজা ।
পুত্রস্নেহাকুলা দীনা বিবৎসা গৌরিবাতুরা ॥ ১৫ ॥

পরিশোচতি—রোদন করছেন; **তে**—আপনার; **মাতা**—মাতা (রুক্মিণী); **কুররী ইব**—কুররী পাখির মতো; **গত**—গত; **প্রজা**—যার সন্তান; **পুত্র**—পুত্রের জন্য; **স্নেহ**—স্নেহ দ্বারা; **আকুলা**—আকুলা; **দীনা**—দীনা; **বিবৎসা**—বৎসহীনা; **গৌ**—গাভী; **ইব**—ন্যায়; **আতুরা**—আতুরা।

অনুবাদ

আপনার দীন মাতা, তাঁর পুত্রকে হারিয়ে, আপনার জন্য কুররী পাখির মতো রোদন করছেন। ঠিক যেন বৎসহীনা গাভীর মতো তিনি তাঁর সন্তান স্নেহে আকুলা।

শ্লোক ১৬

প্রভাষ্যৈবং দদৌ বিদ্যাং প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে ।
মায়াবতী মহামায়াং সর্বমায়াবিনাশিনীম্ ॥ ১৬ ॥

প্রভাষ্য—বলে; **এবম্**—এইভাবে; **দদৌ**—প্রদান করলেন; **বিদ্যাম্**—বিদ্যা; **প্রদ্যুম্নায়**—প্রদ্যুম্নকে; **মহা-আত্মনে**—মহাত্মা; **মায়াবতী**—মায়াবতী; **মহামায়াম্**—মহামায়া নামক; **সর্ব**—সকল; **মায়া**—মায়া; **বিনাশিনীম্**—বিনাশকারী।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—] এইভাবে বলে, মায়াবতী মহাত্মা প্রদ্যুম্নকে মহামায়া নামক যৌগিক বিদ্যা প্রদান করলেন, যা অন্য সকল বিমোহনকে বিনাশ করে।

শ্লোক ১৭

স চ শম্বরমভ্যেত্য সংযুগায় সমাহ্বয়ৎ ।
অবিষহ্যৈস্তমাক্ষেপৈঃ ক্ষিপন্ সঞ্জনয়ন্ কলিম্ ॥ ১৭ ॥

সঃ—তিনি; **চ**—এবং; **শম্বরম্**—শম্বর; **অভ্যেত্য**—সমীপবর্তী হয়ে; **সংযুগায়**—যুদ্ধে; **সমাহ্বয়ৎ**—তাকে আহ্বান করলেন; **অবিষহ্যৈঃ**—অসহ্য; **তম্**—তাকে; **আক্ষেপৈঃ**—অপমান দ্বারা; **ক্ষিপন্**—ভর্ৎসনা করে; **সঞ্জনয়ন্**—উত্তেজিত করে; **কলিম্**—দ্বন্দ্ব।

অনুবাদ

প্রদ্যুম্ন শম্বরের সমীপবর্তী হলেন এবং দ্বন্দ্বে প্ররোচিত করার জন্য তার প্রতি অসহ্য ভর্ৎসনা নিক্ষেপ করে তাকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন।

শ্লোক ১৮

সোঽধিক্ষিপ্তো দুর্বাচোভিঃ পদাহত ইবোরগঃ ।
নিশ্চক্রাম গদাপাণিরমর্ষাৎ তাম্রলোচনঃ ॥ ১৮ ॥

সঃ—সে, শম্বর; **অধিক্ষিপ্তঃ**—অপমানিত; **দুর্বাচোভিঃ**—কটু বাক্যের দ্বারা; **পদা**—পায়ের দ্বারা; **আহতঃ**—আহত; **ইব**—মতো; **উরগঃ**—একটি সর্প; **নিশ্চক্রাম**—নির্গত হল; **গদা**—গদা; **পাণিঃ**—হাতে; **অমর্ষাৎ**—অসহ্য ক্রোধ নিয়ে; **তাম্র**—তামার মতো লাল; **লোচনঃ**—যার দুই চক্ষু।

অনুবাদ

এই সমস্ত কটু বাক্যে বিরক্ত হয়ে, শম্বর পদাহত সাপের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে বেরিয়ে এল, হাতে গদা, ক্রোধে তার দু'চোখ লাল।

শ্লোক ১৯

গদামাবিধ্য তরসা প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে ।
প্রক্ষিপ্য ব্যনদন্নাদং ব্রজনিষ্পেষনিষ্ঠুরম্ ॥ ১৯ ॥

গদাম্—তার গদা; **আবিধ্য**—ঘোরাতে ঘোরাতে; **তরসা**—বেগে; **প্রদ্যুম্নায়**—প্রদ্যুম্নের দিকে; **মহা-আত্মনে**—মহাত্মা; **প্রক্ষিপ্য**—নিক্ষেপ করল; **ব্যনদন্-নাদম্**—এক নিনাদ সৃষ্টি করে; **বজ্র**—বজ্রের; **নিষ্পেষ**—আঘাত করার; **নিষ্ঠুরম্**—মতো তীব্র।

অনুবাদ

শম্বর সবেগে তার গদা ঘোরাতে লাগল এবং তারপর বজ্র পতনের মতো তীব্র শব্দ উৎপাদন করে মহাত্মা প্রদ্যুম্নের দিকে তা সজোরে নিক্ষেপ করল।

শ্লোক ২০

তামাপতন্তীং ভগবান্ প্রদ্যুম্নো গদয়া গদাম্ ।
অপাস্য শত্রবে ক্রুদ্ধঃ প্রাহিণোৎ স্বগদাং নৃপ ॥ ২০ ॥

তাম্—সেই; **আপতন্তীম্**—তাঁর দিকে উড়ে আসা; **ভগবান্**—ভগবান; **প্রদ্যুম্নঃ**—প্রদ্যুম্ন; **গদয়া**—তাঁর গদা দ্বারা; **গদাম্**—গদা; **অপাস্য**—দূর করে; **শত্রবে**—তাঁর শত্রুর দিকে; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **প্রাহিণোৎ**—তিনি নিক্ষেপ করলেন; **স্ব-গদাম্**—তাঁর নিজ গদা; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ)।

অনুবাদ

শম্বরের গদা যখন তাঁর দিকে উড়ে আসছিল, তখন ভগবান প্রদ্যুম্ন তাঁর নিজ গদা দিয়ে আঘাত করে সেটি সরিয়ে দিলেন। অতঃপর, হে রাজন, প্রদ্যুম্ন ক্রুদ্ধভাবে শত্রুর দিকে তাঁর গদা নিক্ষেপ করলেন।

শ্লোক ২১

স চ মায়াং সমাশ্রিত্য দৈতেয়ীং ময়দর্শিতম্ ।
মুমুচেঽস্ত্রময়ং বর্ষং কার্ষ্ণৌ বৈহায়সোঽসুরঃ ॥ ২১ ॥

সঃ—সে, শম্বর; **চ**—এবং; **মায়াম্**—মায়া; **সমাশ্রিত্য**—অবলম্বন করে; **ময়**—ময় দানব দ্বারা; **দর্শিতম্**—প্রদর্শিত; **মুমুচে**—সে মুক্ত করল; **অস্ত্র-ময়ম্**—অস্ত্রের; **বর্ষম্**—বর্ষা; **কার্ষ্ণৌ**—শ্রীকৃষ্ণের পুত্রের উপর; **বৈহায়সঃ**—আকাশে দাঁড়িয়ে; **অসুরঃ**—অসুর।

অনুবাদ

ময়দানব দ্বারা তাকে প্রদর্শিত দৈত্যদের মায়া অবলম্বন করে শম্বর সহসা আকাশে আবির্ভূত হল এবং শ্রীকৃষ্ণের পুত্রের উপরে অস্ত্রের বর্ষণ করতে থাকল।

শ্লোক ২২

বাধ্যমানোঽস্ত্রবর্ষেণ রৌক্মিণেয়ো মহারথঃ ।
সত্ত্বাত্মিকাং মহাবিদ্যাং সর্বমায়োপমর্দিনীম্ ॥ ২২ ॥

বাধ্যমানঃ—পীড়িত হয়ে; অস্ত্র—অস্ত্রের; বর্ষেণ—বর্ষার দ্বারা; রৌক্মিণেয়ঃ—রুক্মিণীর পুত্র, প্রদ্যুম্ন; মহারথঃ—বলশালী যোদ্ধা; সত্ত্ব-আত্মিকাম্—সত্ত্বগুণ উৎপন্ন; মহা-বিদ্যাম্—মহামায়া নামক যোগ-বিদ্যা (তিনি প্রয়োগ করলেন); সর্ব—সকল; মায়া—মায়া; উপমর্দিনীম্—বিনাশকারী।

অনুবাদ

এই অস্ত্র বর্ষণ দ্বারা পীড়িত মহাবলশালী যোদ্ধা ভগবান রৌক্মিণেয়, সত্ত্বগুণ হতে সৃষ্ট এবং সকল মায়া বিনাশকারী মহামায়া নামক বিদ্যার প্রয়োগ করলেন।

শ্লোক ২৩

ততো গৌহ্যকগান্ধর্বপৈশাচোরগরাক্ষসীঃ ।
প্রাযুঙ্ক্ত শতশো দৈত্যঃ কার্ষ্ণির্ব্যধময়ৎ স তাঃ ॥ ২৩ ॥

ততঃ—তখন; গৌহ্যক-গান্ধর্ব-পৈশাচ-উরগ-রাক্ষসী—(অস্ত্রসমূহ) গুহ্যক, গন্ধর্ব, পৈশাচ, উরগ এবং রাক্ষস (নর-খাদক); প্রাযুঙ্ক্ত—ব্যবহার করল; শতশঃ—শত শত; দৈত্যঃ—দানব; কার্ষ্ণিঃ—ভগবান প্রদ্যুম্ন; ব্যধময়ৎ—দূরীভূত করলেন; সঃ—তিনি; তাঃ—এই সমস্ত।

অনুবাদ

অসুর তখন গুহ্যক, গন্ধর্ব, পিশাচ, উরগ এবং রাক্ষসদের শত শত গুপ্ত অস্ত্র প্রয়োগ করতে লাগল, কিন্তু ভগবান কার্ষ্ণি, প্রদ্যুম্ন, তাদের সকলই বিনষ্ট করলেন।

শ্লোক ২৪

নিশাতমসিমুদ্যম্য সকিরীটং সকুণ্ডলম্ ।
শম্বরস্য শিরঃ কায়াৎ তাম্রশ্মশ্রূবোজসাহরৎ ॥ ২৪ ॥

নিশাতম্—শাণিত; **অসিম্**—তরবারি; **উদ্যম্য**—উদ্যত করে; **স**—সহ; **কিরীটম্**—শিরস্ত্রাণ; **স**—সহ; **কুণ্ডলম্**—কুণ্ডল; **শম্বরস্য**—শম্বরের; **শিরঃ**—মস্তক; **কায়াৎ**—তার দেহ থেকে; **তাম্র**—তামার রঙের; **শ্মশ্রু**—শ্মশ্রু; **ওজসা**—সবলে; **অহরাৎ**—তিনি স্থানচ্যুত করলেন।

অনুবাদ

প্রদ্যুম্ন সবলে তাঁর শাণিত তরবারি আকর্ষণ করে লাল শ্মশ্রু বিশিষ্ট, কিরীট, কুণ্ডলযুক্ত, শম্বরের মস্তক ছেদন করলেন।

শ্লোক ২৫

আকীর্যমাণো দিবিজৈঃ স্তুবদ্ভিঃ কুসুমোৎকরৈঃ ।
ভার্যয়াম্বরচারিণ্যা পুরং নীতো বিহায়সা ॥ ২৫ ॥

আকীর্যমাণঃ—বর্ষিত হয়ে; **দিবিজৈঃ**—স্বর্গবাসীদের দ্বারা; **স্তুবদ্ভিঃ**—স্তুতি সহকারে; **কুসুম**—পুষ্প; **উৎকরৈঃ**—ব্যাপ্ত হয়ে; **ভার্যয়া**—তাঁর পত্নী দ্বারা; **অম্বর**—আকাশে; **চারিণ্যা**—চারিণী; **পুরম্**—নগরীতে (দ্বারকায়); **নীতঃ**—তিনি আনীত হলেন; **বিহায়সা**—আকাশপথে।

অনুবাদ

স্বর্গের বাসিন্দাগণ প্রদ্যুম্নের উপর পুষ্পবর্ষণ ও তাঁর স্তুতি নিবেদন করলে, তাঁর পত্নী আকাশে আবির্ভূত হলেন এবং স্বর্গের মধ্য দিয়ে দ্বারকা নগরীতে তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন।

শ্লোক ২৬

অন্তঃপুরবরং রাজন্ ললনাশতসংকুলম্ ।
বিবেশ পত্ন্যা গগনাদ্বিদ্যুতেব বলাহকঃ ॥ ২৬ ॥

অন্তঃপুর—অন্দর মহল; **বরম্**—পরম শ্রেষ্ঠ; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **ললনা**—সুন্দরী রমণী; **শত**—শত শত; **সঙ্কুলম্**—পরিবৃত; **বিবেশ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **পত্ন্যা**—তাঁর পত্নী সহ; **গগণাৎ**—আকাশ হতে; **বিদ্যুতা**—বিদ্যুতের সঙ্গে; **ইব**—মতো; **বালাহকঃ**—মেঘ।

অনুবাদ

হে রাজন, ভগবান প্রদ্যুম্ন তাঁর পত্নীকে নিয়ে যখন শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ প্রাসাদের মধ্যে ললনা পরিবৃত অন্দর মহলে অবতীর্ণ হচ্ছিলেন, তখন তাঁদের যেন মেঘের সাথে বিদ্যুতের মিলন বলেই মনে হচ্ছিল।

শ্লোক ২৭-২৮

তং দৃষ্ট্বা জলদশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্ ।
প্রলম্ববাহুং তাম্রাক্ষং সুস্মিতং রুচিরাননম্ ॥ ২৭ ॥
সুলঙ্কৃতমুখাম্ভোজং নীলবক্রালকালিভিঃ ।
কৃষ্ণং মত্ত্বা স্ত্রিয়ো হ্রীতা নিলিল্যুস্তত্র তত্র হ ॥ ২৮ ॥

তম—তাঁকে; দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; জলদ—মেঘের মতো; শ্যামম্—শ্যামবর্ণের; পীত—পীত; কৌশেয়—রেশম; বাসসম্—বসন; প্রলম্ব—দীর্ঘ; বাহুম্—যাঁর বাহু দুটি; তাম্র—লালবর্ণের; অক্ষম্—যাঁর চক্ষুদ্বয়; সুস্মিতম্—শোভন হাস্যযুক্ত; রুচির—মনোরম; আননম্—বদন; সু-অলঙ্কৃত—সুন্দররূপে অলঙ্কৃত; মুখ—মুখমণ্ডল; অম্ভোজম্—পদ্মসদৃশ; নীল—নীল; বক্র—বক্র; আলক-আলিভিঃ—অলকগুচ্ছ সহ; কৃষ্ণম্—কৃষ্ণ; মত্বা—তাঁকে মনে করে; স্ত্রিয়ঃ—রমণীগণ; হ্রীতা—লজ্জায়; নিলিল্যুঃ—নিজেদের লুকোলেন; তত্র তত্র—এখানে সেখানে; হ—বস্তুত।

অনুবাদ

প্রাসাদের রমণীরা যখন তাঁর ঘনশ্যামবর্ণ, তাঁর পীত কৌশেয় বসন, তাঁর আজানুলম্বিত বাহু এবং অরুণবর্ণের নয়নদুটি, তাঁর মধুর হাস্যভূষিত মনোরম মুখমণ্ডল, তাঁর সুন্দর অলঙ্কাররাজি এবং তাঁর সুনীল কুটিল অলক দর্শন করলেন, তখন তাঁরা তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করলেন। তাই রমণীরা সলজ্জ হয়ে এখানে সেখানে লুকিয়ে পড়ছিলেন।

শ্লোক ২৯

অবধার্য শনৈরীষদ্বৈলক্ষণ্যেন যোষিতঃ ।
উপজগ্মুঃ প্রমুদিতাঃ সস্ত্রীরত্নং সুবিস্মিতাঃ ॥ ২৯ ॥

অবধার্য—বুঝতে পেরে; শনৈঃ—ধীরে ধীরে; ঈষৎ—ঈষৎ; বৈলক্ষণ্যেন—চেহারার পার্থক্য দ্বারা; যোষিতঃ—রমণীরা; উপজগ্মুঃ—তাঁরা কাছে এলেন; প্রমুদিতাঃ—আনন্দিত; স—একই সঙ্গে; স্ত্রী—নারীগণের; রত্নম্—রত্ন; সু-বিস্মিতাঃ—অত্যন্ত বিস্মিতা।

অনুবাদ

ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর চেহারার সামান্য পার্থক্য হতে রমণীরা বুঝতে পারলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ নন। আনন্দিত ও বিস্মিত হয়ে তাঁরা প্রদ্যুম্ন ও তাঁর স্ত্রীরত্নের কাছে এসেছিলেন।

শ্লোক ৩০

অথ তত্রাসিতাপাঙ্গী বৈদর্ভী বল্গুভাষিণী ।
অস্মরৎ স্বসুতং নষ্টং স্নেহস্নুতপয়োধরা ॥ ৩০ ॥

অথ—তখন; **তত্র**—সেখানে; **অসিত**—অসিত; **অপাঙ্গী**—যাঁর নেত্রযুগলের কোণ দুটি; **বৈদর্ভী**—রাণী রুক্মিণী; **বল্গু**—মধুর; **ভাষিণী**—ভাষিণী; **অস্মরৎ**—স্মরণ করলেন; **স্ব-সুতম্**—তাঁর পুত্র; **নষ্টম্**—হারানো; **স্নেহ**—স্নেহবশত; **স্নুত**—ক্ষরিত হয়েছিল; **পয়ঃধরা**—যার স্তনদুটি।

অনুবাদ

প্রদ্যুম্নকে দর্শন করে মধুর-কণ্ঠী, কৃষ্ণাক্ষী রুক্মিণী তাঁর হারানো সন্তানকে স্মরণ করলেন এবং স্নেহবশত তাঁর স্তনদুটি ক্ষরিত হতে থাকল।

শ্লোক ৩১

কো ন্বয়ং নরবৈদূর্যঃ কস্য বা কমলেক্ষণঃ ।
ধৃতঃ কয়া বা জঠরে কেয়ং লব্ধা ত্বনেন বা ॥ ৩১ ॥

কঃ—কে; **নু**—বস্তুত; **অয়ম্**—এই; **নর-বৈদূর্যঃ**—মনুষ্য-রত্ন; **কস্য**—কার (সন্তান); **বা**—এবং; **কমল-ঈক্ষণঃ**—কমলনয়ন; **ধৃতঃ**—ধারণ করেছিল; **কয়া**—কোন্ নারী দ্বারা; **বা**—এবং; **জঠরে**—জঠরে; **কা**—কে; **ইয়ম্**—এই নারী; **লব্ধা**—প্রাপ্ত হয়েছে; **তু**—অধিকন্তু; **অনেন**—তাঁর দ্বারা; **বা**—এবং।

অনুবাদ

[শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী বললেন—] এই কমলনয়ন মনুষ্যরত্নটি কে? ইনি কার পুত্র এবং কোন্ নারী তাঁকে জঠরে ধারণ করেছিলেন? এবং ইনি যাঁকে তাঁর পত্নীরূপে গ্রহণ করেছেন, সেই নারীই বা কে?

শ্লোক ৩২

মম চাপ্যাত্মজো নষ্টো নীতো যঃ সূতিকাগৃহাৎ ।
এতত্তুল্যবয়োরূপো যদি জীবতি কুত্রচিৎ ॥ ৩২ ॥

মম—আমার; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **আত্মজঃ**—পুত্র; **নষ্টঃ**—হারানো; **নীতঃ**—অপহৃত হয়েছিল; **যঃ**—যে; **সূতিকা-গৃহাৎ**—সূতিকাগৃহ থেকে; **এতৎ**—তাঁর; **তুল্য**—তুল্য; **বয়ঃ**—বয়সে; **রূপঃ**—এবং রূপে; **যদি**—যদি; **জীবতি**—সে জীবিত থাকে; **কুত্রচিৎ**—কোথাও।

অনুবাদ

যদি আমার সেই হারানো পুত্রটি, যে সূতিকাগৃহ হতে অপহৃত হয়েছিল, এখনও কোথাও জীবিত থাকে, তা হলে সে এই যুবকেরই বয়স ও রূপের তুল্য হত।

শ্লোক ৩৩

কথং ত্বনেন সম্প্রাপ্তং সারূপ্যং শার্ঙ্গধন্বনঃ ।
আকৃত্যাবয়বৈর্গত্যা স্বরহাসাবলোকনৈঃ ॥ ৩৩ ॥

কথম্—কিভাবে; **তু**—কিন্তু; **অনেন**—তাঁর দ্বারা; **সম্প্রাপ্তম্**—প্রাপ্ত হল; **সারূপ্যম্**—একই রূপ; **শার্ঙ্গ-ধন্বনঃ**—শার্ঙ্গ ধনুক ব্যবহারকারী শ্রীকৃষ্ণের মতো; **আকৃত্যা**—আকৃতিতে; **অবয়বৈঃ**—অঙ্গপ্রত্যঙ্গে; **গত্যা**—গতি; **স্বর**—স্বর; **হাস**—হাস্য; **অবলোকনৈঃ**—এবং দৃষ্টিপাত।

অনুবাদ

কিন্তু কিভাবে এই যুবক, আমার নিজ প্রভু, শার্ঙ্গ-ধন্বন কৃষ্ণের, তাঁর আকৃতি ও তাঁর অবয়বে, তাঁর গতি ও তাঁর স্বর এবং তাঁর হাস্যযুক্ত দৃষ্টিপাতে এতখানি সাদৃশ্যযুক্ত হল?

শ্লোক ৩৪

স এব বা ভবেন্নূনং যো মে গর্ভে ধৃতোঽর্ভকঃ ।
অমুষ্মিন্ প্রীতিরধিকা বামঃ স্ফুরতি মে ভুজঃ ॥ ৩৪ ॥

সঃ—সে; **এব**—বস্তুত; **বা**—বা; **ভবেৎ**—হবে; **নূনম্**—নিশ্চয়ই; **যঃ**—যে; **মে**—আমার; **গর্ভে**—গর্ভে; **ধৃতঃ**—ধারণ করেছিল; **অর্ভকঃ**—পুত্র; **অমুষ্মিন্**—তাঁর জন্য; **প্রীতিঃ**—স্নেহ; **অধিকা**—বিশেষ; **বামঃ**—বাম; **স্ফুরতি**—কম্পিত হচ্ছে; **মে**—আমার; **ভুজঃ**—বাহু।

অনুবাদ

হ্যাঁ, সে নিশ্চয়ই সেই একই পুত্র হবে যাকে আমার গর্ভে আমি ধারণ করেছিলাম, কারণ আমি তাঁর জন্য বিশেষ স্নেহ অনুভব করছি এবং আমার বাম বাহু কম্পিত হচ্ছে।

শ্লোক ৩৫

এবং মীমাংসমানায়াং বৈদর্ভ্যাং দেবকীসুতঃ ।
দেবক্যানকদুন্দুভ্যামুত্তমঃশ্লোক আগমৎ ॥ ৩৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **মীমাংসমানায়াম্**—যখন তিনি চিন্তাভাবনা করছিলেন; **বৈদর্ভ্যাম্**—রাণী রুক্মিণী; **দেবকীসুতঃ**—দেবকীর পুত্র; **দেবকী-আনকদুন্দুভ্যাম্**—দেবকী ও বসুদেবের সঙ্গে একত্রে; **উত্তমশ্লোকঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **আগমৎ**—সেখানে আগমন করলেন।

অনুবাদ

এইভাবে রাণী রুক্মিণী যখন চিন্তাভাবনা করছিলেন, তখন দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ, বসুদেব ও দেবকীসহ সেইখানে উপস্থিত হলেন।

শ্লোক ৩৬

বিজ্ঞাতার্থোঽপি ভগবাংস্তূষ্ণীমাস জনার্দনঃ ।
নারদোঽকথয়ৎ সর্বং শম্বরাহরণাদিকম্ ॥ ৩৬ ॥

বিজ্ঞাত—সম্পূর্ণ অবগত হয়ে; **অর্থঃ**—বিষয়টি; **অপি**—এমনকি তবুও; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **তূষ্ণীম্**—নীরব; **আস**—থাকলেন; **জনার্দনঃ**—কৃষ্ণ; **নারদঃ**—নারদমুনি; **অকথয়ৎ**—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করলেন; **সর্বম্**—সমস্ত কিছু; **শম্বর**—শম্বর দ্বারা; **আহরণ**—অপহরণ করা; **আদিকম্**—শুরু থেকে।

অনুবাদ

যদিও কি ঘটেছিল ভগবান জনার্দন তা ভালভাবেই জানতেন, কিন্তু তিনি নীরব রইলেন। যাই হোক, নারদমুনি, শম্বরের দ্বারা শিশুপুত্রের অপহরণ করা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ৩৭

তচ্ছ্রুত্বা মহদাশ্চর্যং কৃষ্ণান্তঃপুরযোষিতঃ ।
অভ্যনন্দন্ বহূনব্দান্ নষ্টং মৃতমিবাগতম্ ॥ ৩৭ ॥

তৎ—তা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **মহৎ**—পরম; **আশ্চর্যম্**—আশ্চর্য; **কৃষ্ণ-অন্তঃপুর**—শ্রীকৃষ্ণের অন্তপুরবাসী; **যোষিতঃ**—নারীরা; **অভ্যনন্দন**—তাঁরা অভিনন্দিত করলেন; **বহূন্**—বহু বহু; **অব্দান্**—বৎসর; **নষ্টম্**—নষ্ট; **মৃতম্**—মৃত; **ইব**—যেন; **আগতম্**—পুনরাগত।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদের নারীরা যখন এই পরম বিস্ময়কর বৃত্তান্ত শুনলেন, তখন, তাঁরা বহু বৎসর যাবৎ হারিয়ে গিয়ে এখন যেন মৃত্যু থেকে পুনরাগমন করেছেন যে-প্রদ্যুম্ন, তাঁকে বিপুল আনন্দে অভিনন্দিত করলেন।

শ্লোক ৩৮

দেবকী বসুদেবশ্চ কৃষ্ণরামৌ তথা স্ত্রিয়ঃ ।
দম্পতী তৌ পরিষ্বজ্য রুক্মিণী চ যযুর্মুদম্ ॥ ৩৮ ॥

দেবকী—দেবকী; **বসুদেবঃ**—বসুদেব; **চ**—এবং; **কৃষ্ণ-রামৌ**—কৃষ্ণ ও বলরাম; **তথা**—তথা; **স্ত্রীয়ঃ**—নারীগণ; **দম্পতী**—স্বামী ও স্ত্রী; **তৌ**—উভয়কে; **পরিষ্বজ্য**—আলিঙ্গন করে; **রুক্মিণী**—রুক্মিণী; **চ**—এবং; **যযুঃ মুদম্**—তাঁরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

অনুবাদ

দেবকী, বসুদেব, কৃষ্ণ, বলরাম এবং প্রাসাদের সকল রমণীরা, বিশেষত রাণী রুক্মিণী, নবীন দম্পতিকে আলিঙ্গন করলেন এবং আনন্দ প্রকাশ করলেন।

শ্লোক ৩৯

নষ্টং প্রদ্যুম্নমায়াতমাকর্ণ্য দ্বারকৌকসঃ ।
অহো মৃত ইবায়াতো বালো দিষ্ট্যেতি হাব্রুবন্ ॥ ৩৯ ॥

নষ্টম্—হারানো; **প্রদ্যুম্ন**—প্রদ্যুম্ন; **আয়াতম্**—পুনরাগমন করেছেন; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **দ্বারকা-ওকসঃ**—দ্বারকাবাসীরা; **অহো**—আহা; **মৃতঃ**—মৃত; **ইব**—যেন; **আয়াতঃ**—প্রত্যাবর্তন করেছে; **বালঃ**—পুত্র; **দিষ্ট্যা**—ভাগ্যবলে; **ইতি**—এইভাবে; **হ**—বস্তুত; **অব্রুবন্**—তারা বলতে থাকল।

অনুবাদ

হারানো প্রদ্যুম্ন গৃহে আগমন করেছে শ্রবণ করে, দ্বারকার অধিবাসীরা বলল, "আহা, ভাগ্য যেন এই পুত্রকে মৃত্যু হতে ফিরিয়ে দিয়েছে।"

শ্লোক ৪০

যং বৈ মুহুঃ পিতৃসরূপনিজেশভাবাস্
তন্মাতরো যদভজন্ রহরূঢ়ভাবাঃ ।
চিত্রং ন তৎ খলু রমাস্পদবিম্ববিম্বে
কামে স্মরেঽক্ষবিষয়ে কিমুতান্যনার্যঃ ॥ ৪০ ॥

যম্—যাকে; **বৈ**—বস্তুত; **মুহুঃ**—বারম্বার; **পিতৃ**—তাঁর পিতা; **স-রূপ**—যিনি যথাযথভাবে সাদৃশ্যযুক্ত; **নিজ**—তাদের আপন; **ঈশ**—প্রভু; **ভাবাঃ**—যারা তাঁকে মনে করত; **তৎ**—তাঁর; **মাতরঃ**—মাতাগণ; **যৎ**—এই বিবেচনা করে; **অভজন্**—

তারা অর্চনা করত; **রহ**—একান্তে; **রূঢ়**—রূঢ়; **ভাবাঃ**—যাদের ভাবাকুল আকর্ষণ; **চিত্রম্**—বিস্ময়ের; **ন**—না; **তৎ**—সেই; **খলু**—প্রকৃতপক্ষে; **রমা**—লক্ষ্মীদেবীর; **আস্পদ**—আশ্রয় (শ্রীকৃষ্ণ); **বিম্ব**—রূপের; **বিম্বে**—যিনি ছিলেন প্রতিমূর্তি; **কামে**—মূর্তিমান কাম; **স্মরে**—স্মরণ মাত্র; **অক্ষ-বিষয়ে**—যখন তিনি তাদের চোখের সামনে ছিলেন; **কিম্ উত**—তা হলে আর কি বলার আছে; **অন্য**—অন্যান্য; **নার্যঃ**—রমণীরা।

অনুবাদ

কিছুই বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, প্রদ্যুম্নের প্রতি প্রাসাদের যে সকল রমণীর মাতৃভাব অনুভব করা উচিত ছিল, তাঁরা একান্তে তাঁর জন্য ভাবাকুল আকর্ষণ অনুভব করতেন, যেন তিনি তাঁদের আপন প্রভু। যাই হোক, পুত্র ছিল অবিকল পিতারই মতো। প্রকৃতপক্ষে প্রদ্যুম্ন ছিলেন লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্যের অবিকল প্রতিমূর্তি এবং তাঁদের সামনে স্বয়ং কামদেবরূপে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। যখন তাঁর মাতৃস্থানীয়া রমণীরাও তাঁর প্রতি দাম্পত্য প্রেম অনুভব করেছিলেন, তখন প্রদ্যুম্নকে দেখার পরে অন্য রমণীদের কেমন অনুভূতি হয়েছিল, তা নিয়ে আর কী বলা যায়?

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের বর্ণনা অনুযায়ী, যখনই প্রাসাদের রমণীরা শ্রী প্রদ্যুম্নকে দেখতেন, তখন তাঁরা তৎক্ষণাৎ তাঁদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতেন। *লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই বিষয়ে ভাষ্যদান করেছেন—"শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছেন যে, রাজপ্রাসাদবাসীদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন প্রদ্যুম্নের মাতা ও সৎ মাতা, তাঁরা সকলেই প্রথমে ভুল করে তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করে, দাম্পত্য প্রেমে আবিষ্ট হয়ে লজ্জা অনুভব করেছিলেন। এর তাৎপর্য এই যে, প্রদ্যুম্নকে ব্যক্তিরূপে দেখতে ছিল অবিকল শ্রীকৃষ্ণেরই মতো এবং তিনি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন কামদেব স্বয়ং। তাই প্রদ্যুম্নের মাতৃকুল এবং অন্যান্য মহিলারা সেই ভুল করেছিলেন তাতে আশ্চর্যের কোন কারণই ছিল না। এই বর্ণনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, প্রদ্যুম্নের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এতই সাদৃশ্য ছিল যে, তাঁর জননী পর্যন্ত তাঁকে ভুল করে শ্রীকৃষ্ণ মনে করেছিলেন।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'প্রদ্যুম্নের ইতিকথা' নামক পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।